বাজেট ২০১৪- ১৫: প্রথম প্রান্তিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়- ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ফেব্রুয়ারি ২০১৫

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইট: www.mof.gov.bd

বাজেট ২০১৪- ১৫: প্রথম প্রান্তিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়- ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

আবুল মাল আব্দুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	বাজেট ২০১৪-১৫: প্রথম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয় ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	১-১৩
পরিশিষ্ট	২০১৪-১৫ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেটের প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) আয় ও ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	১৫-২৫
(ক)	রাজস্ব পরিস্থিতি	১৫-১৭
(খ)	সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি	১৮-২০
(গ)	বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন	২১
(ঘ)	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	২২
(ঙ)	বৈদেশিক খাত	২৩-২৫
(চ)	মূল্যস্ফীতি	২৫

পরম করুণাময় আল্লাহতায়া'লার নামে

মাননীয় স্পীকার

আমি আপনার অনুমতিক্রমে **সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৯** এর ১৫(৪) ধারার বিধানমতে চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক পর্যন্ত (জুলাই-সেপ্টেম্বর) বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি।

মাননীয় স্পীকার

২। আপনি জানেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত মহাজোট সরকার পূর্ণ মেয়াদে দায়িত্ব পালন শেষে আবারো নির্বাচিত হয়েছে। 'রূপকল্প ২০২১'কে সামনে রেখে ২০০৯ সালে উন্নয়নের যে অভিযাত্রা আমরা শুরু করেছিলাম এ মেয়াদেও তা অব্যাহত রয়েছে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের পথে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট দ্বিতীয় মেয়াদে আমাদের প্রথম বাজেট। পূর্বের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যকর ও গতিশীল নির্দেশনায় এ মেয়াদেও বাজেট বাস্তবায়নে আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ২০২১ সালের মধ্যে একটি জ্ঞানভিত্তিক তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়ে তোলা, দারিদ্র দূরীকরণ এবং জনগণের জীবনমানের সার্বিক উন্নয়ন। এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আমাদের উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। আশার বিষয় এই যে, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে মূল্যস্ফীতি, রেমিট্যান্স, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ, মুদ্রা বিনিময় হারসহ মৌলিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমূহের অবস্থান বেশ সন্তোষজনক।

৩। প্রতিবেদনের মূল অংশে যাওয়ার আগে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গণে আমাদের সাম্প্রতিক কিছু মাইলফলক অর্জনের বিষয় উল্লেখ করতে চাই, যা না করলে দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির একটি খন্ডিত অংশই তুলে ধরা হবে বলে আমি মনে করছি।

৪। তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য-প্রযুক্তি সেবার বিস্তার ও শিক্ষা প্রসারে বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণা সমন্বয়ের জন্য সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ কর্তৃক সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন। নারী ও কন্যা শিশুদের শিক্ষা প্রসারের স্বীকৃতি হিসাবে পেয়েছেন ইউনেস্কোর 'পিস-ট্রি' বা 'শান্তিবৃক্ষ' পুরস্কার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সম্মানে পুরো জাতি আজ গর্বিত। বর্তমান সরকার চলতি মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন দেশের সাথে আমাদের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক গভীরতর হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর মধ্যে মিয়ানমার, জাপান, চীন, ইটালি, যুক্তরাষ্ট্র ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বেশ কয়েকটি দেশ সফর করেছেন। এসব দেশের সাথে সম্পর্ক জোরদার হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিশেষ করে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফর ও পরবর্তীতে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের মধ্য দিয়ে আগামী ৫ বছরে প্রায় ছয় বিলিয়ন মার্কিন ডলার সহযোগিতার ঘোষণা

এসেছে। অন্যদিকে, চীন আগামী ৫ বছরে বিভিন্ন দেশে পাঁচশত বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করার যে লক্ষ্য ঘোষণা করেছে তাতে বাংলাদেশও উল্লেখযোগ্য হিস্যা পাবে।

৫। বহির্বিশ্বের কাছে আমাদের সরকারের গ্রহণযোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের সভাপতি পদে মাননীয় স্পীকার এবং ইন্টার- পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের প্রধান পদে কৃতি সাংসদ জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী নির্বাচিত হয়েছেন। বিশ্বের দু'টি বৃহৎ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অধিষ্ঠানের ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমি এ সুযোগে তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

৬। মানব উন্নয়নেও আমরা পেয়েছি ঈর্ষণীয় সাফল্য। বিশ্বব্যাপী যে ১৮টি দেশে মানব উন্নয়ন সূচকে অনন্য সাধারণ অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। অন্তর্ভুক্তিমুলক উন্নয়নে বাংলাদেশের নিরবচ্ছিন্ন এগিয়ে যাওয়া বিশ্বসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। সর্বোপরি নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতুর মতো বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরুর ঘটনা আমাদের নিজস্ব বিশ্বাস ও ক্ষমতাকে ঋদ্ধ করেছে, আর বিশ্ববাসীকে করেছে বিস্ময়াভিভূত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের এ অর্জনসমূহ বাংলাদেশকে বিশ্ব সভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

মাননীয় স্পীকার

৭। আমাদের সরকারের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো ১৯৭১ সালে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানো। জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করার যে ঐতিহাসিক ও সাহসী পদক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার গ্রহণ করেছে, নানামুখী বাধা সত্ত্বেও তা ক্রমশ যৌক্তিক ও প্রত্যাশিত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধাপরাধ, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অর্থনৈতিক সাফল্যের কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছার জন্য সমগ্র জাতি আজ উন্মুখ হয়ে আছে। আমরা বিশ্বাস করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে জাতির সে প্রত্যাশা পূরণে আমরা সফল হবো।

মাননীয় স্পীকার

৮। আমি এখন চলতি অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির ওপর আলোকপাত করবো। আপনার জানা আছে বিগত মেয়াদের শেষদিকে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা দেশের অর্থনীতিকে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। কিন্তু ২০০৯ সাল থেকে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক সংস্কার দেশকে যে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল তার প্রভাবে বিগত অর্থবছরেও ছয় শতাংশের অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষে রাজনৈতিক সুস্থিতি ফিরে এসেছে। অর্থনীতির খাতসমূহ স্বাভাবিক গতি ফিরে পেয়েছে। চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা হলো ৭.৩ শতাংশ। এ লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রথম প্রান্তিকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সংক্রান্ত কিছু তথ্য- উপাত্ত আপনাদের অবগতির

জন্য উপস্থাপন করছি। ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের জুলাই- সেপ্টেম্বর সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়-

- ✓ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্যমতে এনবিআর কর রাজস্ব আদায় ১৬.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে
- ✓ মোট সরকারি ব্যয় বেড়েছে ১৩.৪ শতাংশ
- ✓ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিগত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের ৬ হাজার ২৬৭ কোটি টাকা হতে বেড়ে ৬ হাজার ৮২৮ কোটি টাকা হয়েছে
- ✓ রপ্তানি আয় বিগত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের ৭ হাজার ৬২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বেড়ে ৭ হাজার ৬৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে
- ✓ আমদানি ব্যয় ১৩.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে
- ✓ আমদানি ঋণপত্র খোলা ও নিস্পত্তির প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ১২.৮ এবং ১০.৯ শতাংশ
- ✓ ব্যক্তি খাতে ঋণপ্রবাহ ১২.২ শতাংশ বেড়েছে (সেপ্টেম্বর ১৩ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর ১৪)
- ✓ প্রবাস আয় বেড়েছে ২২.৬ শতাংশ
- ✓ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে প্রায় ২২.০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে
- ✓ পয়েন্ট- টু- পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর ২০১৩ এর ৭.১ শতাংশ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৪ সময়ে ৬.৮ শতাংশে নেমে এসেছে।

মাননীয় স্পীকার

৯। চলতি ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপনের শুরুতেই আমি দৃষ্টি দিতে চাই সরকারের রাজস্ব আহরণ ও ব্যয় পরিস্থিতির দিকে। এরপর, দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাম্প্রতিক চিত্র মহান সংসদে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সবশেষে, এবারের বাজেটে গৃহীত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সেপ্টেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত সাধিত অগ্রগতির ওপর কিছুটা আলোকপাত করব। এছাড়া, প্রতিবেদনের শেষে **পরিশিষ্ট** হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে প্রথম প্রান্তিকে সরকারের আয়- ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটি চিত্র। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, চলতি অর্থবছর হতে জিডিপি'র ভিত্তি বছর ১৯৯৫- ৯৬ এর স্থলে ২০০৫- ০৬ এ পরিবর্তন করা হয়েছে। মনে রাখা ভালো যে, নতুন হিসাবে জিডিপি অনেক বেড়ে যাওয়ার ফলে জিডিপি'র অনুপাত হিসেবে অন্যান্য যে সব অর্থনৈতিক সূচক বিবৃত হয় তাতে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। যেমন, পুরাতন জিডিপি'র অনুপাত হিসেবে সরকারি আয় গত অর্থবছরে যেখানে ছিল ১২.০ শতাংশ তা এখন কমে হয়েছে ১০.৫ শতাংশ।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

১০। শুরুতেই আমি বিগত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতির ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬৭১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.৬ শতাংশ)। অর্থবছর শেষে মোট রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৬০৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.৫ শতাংশ) যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯০.৪ শতাংশ। পূর্ববর্তী ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় এ রাজস্ব আহরণ ১০.৫ শতাংশ বেশি।

অর্থবছর ২০১৪-১৫: প্রথম প্রান্তিকের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

১১। এবার দৃষ্টি ফেরাতে চাই চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রথম প্রান্তিকের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতির দিকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৯৫৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১২.০ শতাংশ)। প্রথম প্রান্তিকে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ৩৪ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা, যা বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার ১৯.০ শতাংশ। প্রথম প্রান্তিকে লক্ষ্যমাত্রার প্রায় এক পঞ্চমাংশ অর্জিত হয়েছে, তাই রাজস্ব আহরণের লক্ষ্য অর্জনে আমাদের তৎপরতা আরো বাড়ানো প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার

২০১৩-১৪ অর্থবছরের সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

১২। আমরা এখন দৃষ্টি ফেরাবো সরকারের ব্যয় পরিস্থিতির দিকে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছিল ২ লক্ষ ১৬ হাজার ২২২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৬.০ শতাংশ); এর মধ্যে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয় ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ২২২ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় ৬০ হাজার কোটি টাকা। অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯৪৮ কোটি টাকা যা সংশোধিত বরাদ্দের প্রায় ৮৮.৯ শতাংশ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১১.৬ শতাংশ বেশি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ব্যয় হয়েছে সংশোধিত বরাদ্দের প্রায় ৯১.৬ শতাংশ যা ২০১২-১৩ অর্থবছরের এডিপি ব্যয় অপেক্ষা প্রায় ১১.১ শতাংশ বেশি। সার্বিকভাবে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯১৬ কোটি টাকা (জিডিপি' র ১৪.৪ শতাংশ) যা ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় ১১.৪ শতাংশ বেশি।

অর্থবছর ২০১৪-১৫: প্রথম প্রান্তিকের সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

১৩। চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৬.৪ শতাংশ)। এর মধ্যে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয় ১ লক্ষ ৭০ হাজার ১৯১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.১ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় ৮০ হাজার ৩১৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৩ শতাংশ)। প্রথম প্রান্তিকে মোট ব্যয় হয়েছে ৩৬ হাজার ৫২৩ কোটি টাকা (বাজেটের ১৪.৬ শতাংশ)। এর মধ্যে অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয় ২৯ হাজার ৬৯৪ কোটি টাকা (বাজেটের প্রায় ১৭.৫ শতাংশ)। সার্বিকভাবে, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় মোট ব্যয় ১৩.৪ শতাংশ, এডিপি ব্যয় ৯.০ শতাংশ এবং অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয় ১৪.৫ শতাংশ বেড়েছে।

মাননীয় স্পীকার

১৪। আপনি জানেন, প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে ৬ হাজার ৮২৮ কোটি টাকা। বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৬ হাজার ২৬৭ কোটি টাকা। ইহা মোটেই সন্তোষজনক নয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার বাড়ানোর লক্ষ্যে আমরা অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, দাতাগোষ্ঠী ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও বৃহৎ প্রকল্পগুলোর অগ্রগতির নিয়মিত পরিবীক্ষণের ওপর জোর দিয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান করে ছয়টি বৃহৎ প্রকল্পের (পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ স্থাপন প্রকল্প, ঢাকা মাস রেপিড ট্রানজিট উন্নয়ন প্রকল্প, এনএলজি ফ্লোটিং স্টোরেজ এবং রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট নির্মাণ প্রকল্প ও গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্প) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য একটি 'Fast Track Project Monitoring Committee' গঠন করা হয়েছে।

বাজেট ঘাটতি পরিস্থিতি

১৫। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছিল জিডিপি'র ৪.৪ শতাংশ (অনুদান ব্যতীত)। অর্থবছর শেষে মোট বাজেট ঘাটতি দাঁড়ায় জিডিপির ৩.৯ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক সূত্র হতে জিডিপি'র ০.৭ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে জিডিপি'র ৩.২ শতাংশ অর্থের সংস্থান করা হয়। চলতি অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৬৭ হাজার ৫৫২ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ৪.৪ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক সূত্র হতে জিডিপি'র ১.৬ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে জিডিপি'র ২.৮ শতাংশ সংস্থানের পরিকল্পনা রয়েছে। ব্যাংক বহির্ভূত উৎস (জাতীয় সঞ্চয় পত্র) হতে এ পর্যন্ত প্রাপ্তি সন্তোষজনক। একই সাথে ব্যাংক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমিত রাখতে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। আপনি জেনে খুশি হবেন যে, চলতি অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৪.৪ শতাংশের

মধ্যেই আছে। জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে সরকারি ঋণের স্থিতি বর্তমানে ৩৫.১ শতাংশ, যা অত্যন্ত সহনীয়। সার্বিকভাবে সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনায় আমাদের অবস্থান বেশ সন্তোষজনক।

মাননীয় স্পীকার

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

১৬। এবার আমি দৃষ্টি দেব মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতির দিকে। বরাবরের মত চলতি অর্থবছরেও প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রানীতি অনুসরণের ধারা অব্যাহত রেখেছি। একই সাথে মূল্যস্ফীতি ৬.৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে রাজস্ব, মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার নীতির যথাযথ সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। প্রথম প্রান্তিক শেষে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের বছরভিত্তিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫.৭ শতাংশ। সেপ্টেম্বর, ২০১৪ শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় বেসরকারি খাতে ঋণ সরবরাহ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২.২ শতাংশ। একই সময়ে অভ্যন্তরীণ খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২.৩ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ আর্থিক নীতি বিবৃতিতে ডিসেম্বর, ২০১৪ নাগাদ ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬.০ শতাংশ। নিট অভ্যন্তরীণ ঋণসহ ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের উপাদানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতি'র লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই রয়েছে। যদিও ঈদকেন্দ্রিক রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কিছুটা বেশি ছিল।

১৭। আপনাদের আমি এ মর্মে আশ্বস্ত করতে চাই যে, সরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ মুদ্রা ও আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনার ওপর কোনরূপ বাড়তি চাপ তৈরি করছে না। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে সরকারি খাতে নিট ঋণ গ্রহণের প্রবৃদ্ধি ছিল ১০.৩ শতাংশ, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ২০.০ শতাংশ। লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অধিকতর সঞ্চয়পত্র বিক্রয়ের ফলে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ কমেছে। চলতি অর্থবছরে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩১ হাজার ২২১ কোটি টাকা। প্রত্যাশানুযায়ী উন্নয়ন কর্মকান্ড তরান্বিত হলে অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ে সরকারের ঋণ গ্রহণ লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি চলে যেতে পারে।

১৮। অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কৃষি, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পখাতসহ অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রবাহ কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে রাখতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৩- ১৪ অর্থবছরে আমরা ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে মোট ১৬ হাজার ৩৭ কোটি টাকার কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করেছি। চলতি অর্থবছরে এই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ১৫ হাজার ৫৫০ কোটি টাকা। জুলাই- সেপ্টেম্বর সময়কালে এই লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ১৭.৭ শতাংশ অর্থাৎ মোট ২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, আলোচ্য সময়কালে বিআরডিবি নিজস্ব অর্থায়নে মোট ১৪৭ কোটি টাকার কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করেছে।

১৯। আপনি জেনে খুশি হবেন, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে সুদের হারের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। তফসিলি ব্যাংকসমূহের আমানতের সুদের হার (ভারিত গড়) প্রথম প্রান্তিক শেষে ৭.৫ শতাংশে নেমে এসেছে, গত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৮.৫ শতাংশ। অন্যদিকে, ব্যাংক ঋণের সুদের হার (ভারিত গড়) সেপ্টেম্বর ২০১৩ এর ১৩.৫ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৪ সময়ে ১২.৬ শতাংশ হয়েছে। সার্বিকভাবে আমানত ও ঋণের সুদের হারের ব্যবধান কমে সেপ্টেম্বর ২০১৪ শেষে ৫.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

মূল্যস্ফীতি

২০। মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং ইতোমধ্যে আমরা সফলও হয়েছি। আপনি জেনে খুশি হবেন যে, গত অর্থবছরের শেষভাগ হতে মূল্যস্ফীতির ক্রমহ্রাসমান ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসেও মূল্যস্ফীতি কমেছে। সেপ্টেম্বর ২০১৪ শেষে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় ৬.৮ শতাংশে। উল্লেখ্য যে, সাধারণ মূল্যস্ফীতির সাথে সাথে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ধারাবাহিকভাবে কমেছে। সার্বিকভাবে স্বাভাবিক সরবরাহ পরিস্থিতি, কৃষিপণ্যের উচ্চ ফলন, বিশ্ব বাজারে খাদ্যপণ্য ও জ্বালানি তেলের নিম্ন মূল্য এবং সহায়ক মুদ্রানীতির প্রভাবে মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি নেমে আসছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিকাশমান অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির প্রবণতা হয় সাধারণত ঊর্ধ্বমুখী। অথচ বাংলাদেশে জিডিপি'র অব্যাহত প্রবৃদ্ধির মাঝেও মূল্যস্ফীতি ক্রমশ কমে আসছে। এটি আমাদের দক্ষ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পরিচয় বহন করে।

সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য খাতসমূহ

বৈদেশিক খাত পরিস্থিতি

আমদানি ও রপ্তানি

২১। এখন আমি নজর দেব বহিঃখাত এর দিকে। বহিঃখাতের আলোচনার শুরুতেই রপ্তানিখাতের সাম্প্রতিক গতিধারা নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানি খাতের প্রবৃদ্ধি কিছুটা মন্থর। এ সময়ে রপ্তানি খাতে অর্জিত প্রবৃদ্ধি ০.৯ শতাংশ। চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি বাড়লেও নিট ওয়্যার, ওভেন গার্মেন্টস্ এবং পাটজাত পণ্য রপ্তানির প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হয়নি। প্রধান প্রধান রপ্তানি বাজারগুলোতে প্রত্যাশার তুলনায় অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের শ্লথগতির কারণে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হচ্ছে। তবে, সাম্প্রতিক প্রবণতা হতে অনুমান করা যায় যে, সরকারের রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ নীতি কাজ করতে শুরু করেছে।

২২। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পেছনে রপ্তানিখাতের শক্তিশালী ভূমিকার কথা বিবেচনা করে শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণ ও কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রধান বাণিজ্য সহযোগী রাষ্ট্রসমূহ যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন ও

জাপানের মত দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি বাড়ার সম্ভাবনাও সামনের দিনগুলোতে রপ্তানিখাতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। তদুপরি চীন ও ভারতের মত উদীয়মান অর্থনীতির দেশসমূহে বাণিজ্য সম্ভাবনা বৃদ্ধি দীর্ঘমেয়াদে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য লাভজনক হবে। আশা করছি, অর্থবছর শেষে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রপ্তানি আয় ৩৩.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব হবে।

২৩। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কিছুটা মন্থর থাকলেও আমদানি প্রবৃদ্ধি গতিশীল থাকে। মূলত পেট্রোলিয়ামজাত ও মূলধনী পণ্য আমদানি বাড়ায় চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে আমদানিকৃত দ্রব্য ও সেবার প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩.৬ শতাংশ। বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৭.৮ শতাংশ।

রেমিট্যান্স

২৪। উন্নত বিশ্বে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের মন্থরগতি ও মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংকট সত্ত্বেও প্রবাস আয়ের ক্ষেত্রে দৃশ্যত চাঙ্গাভাব ফিরে এসেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রেমিট্যান্স প্রবাহ গত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে প্রায় ২৩ শতাংশ। মৌসুম-প্রভাব (ঈদ ও দুর্গাপূজা) প্রচ্ছন্ন থাকলেও সার্বিকভাবে রেমিট্যান্স আয়ের ক্ষেত্রে অগ্রগতি বিগত অর্থবছরের তুলনায় ভালো।

২৫। দীর্ঘমেয়াদে রেমিট্যান্স প্রবাহের স্থিতিশীলতা নির্ভর করবে জনশক্তি আমদানিকারক দেশসমূহে ভিসা নিয়ন্ত্রণজনিত বাধা দূর হওয়ার ওপর। সাম্প্রতিক সময়ে ওমান, কাতার ও সিঙ্গাপুরে জনশক্তি রপ্তানি আশাব্যাঞ্জক হলেও সৌদি আরব, মালয়েশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে জনশক্তি রপ্তানি হ্রাস উদ্বেগ তৈরি করছে। সরকারের কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক তৎপরতার ফলে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন অপ্রচলিত বাজারে আমাদের জনশক্তি রপ্তানি বেড়েছে। তবে, এর পাশাপাশি পুরনো শ্রমবাজারসমূহে জনশক্তি রপ্তানি নির্বিঘ্ন করতে সরকারি সংশ্লেষের চেয়ে বেসরকারি খাতের বিকাশকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে।

বৈদেশিক মুদ্রা ও রিজার্ভ

২৬। এবার বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার ও রিজার্ভ পরিস্থিতি নিয়ে কিছু কথা বলব। আমদানিকৃত দ্রব্য ও সেবাজনিত ব্যয় বৃদ্ধির কারণে চলতি হিসাবে ঘাটতি তৈরি হলেও আর্থিক হিসাবে বৈদেশিক উৎস হতে অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধির কারণে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে অনুকূল অবস্থা বিরাজ করছে। সেপ্টেম্বর শেষে রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দিয়ে ৬ (ছয়) মাসের অধিক সময়ের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। একইসাথে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারও স্থিতিশীল রয়েছে, যা রপ্তানি ও প্রবাস আয়ের জন্য সহায়ক। সামনের দিনগুলোতে রপ্তানি পরিস্থিতির প্রত্যাশিত উন্নতি, প্রবাস-আয়ের প্রবৃদ্ধি, বিদেশি বিনিয়োগের ক্রমপ্রসার ও বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে সার্বিক রিজার্ভ পরিস্থিতি ও মুদ্রা বিনিময় হার সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য অনুকূল থাকবে বলে আশা করছি।

মাননীয় স্পীকার

চলতি অর্থবছরের বাজেটে প্রতিশ্রুত কতিপয় বিষয়ের অগ্রগতি

২৭। চলতি অর্থবছরের বাজেটটি আমাদের সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। পূর্বমেয়াদে বাজেটে ঘোষিত আমাদের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে। কিছু প্রতিশ্রুতি বাস্তাবায়নের অপেক্ষায় আছে যা আমরা এ মেয়াদে বাস্তবায়ন করবো। এ অর্থবছরের বাজেটেও আমরা নানামুখী কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছি। পূর্ব মেয়াদের বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতি এবং চলতি মেয়াদে নতুনভাবে শুরু করা কার্যক্রমসমূহের প্রথম প্রান্তিক পর্যন্ত অগ্রগতির একটি চিত্র আপনাদের অবগতির জন্য তুলে ধরছি।

২৭.১। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

আমাদের লক্ষ্য হলো ২০২১ সাল নাগাদ বিদ্যুতের উৎপাদন ২৪ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা এবং সরবরাহ যাতে উৎপাদন ক্ষমতার ৮০ শতাংশের নিচে না নামে তা নিশ্চিত করা। এ অর্থবছরের বাজেটে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০১৭ সাল নাগাদ ১৮ হাজার ১৬২ মেগাওয়াটে উন্নীত করার আশা ব্যক্ত করেছিলাম। ইতোমধ্যে স্থাপিত ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ২৬৫ মেগাওয়াট। দেশীয় উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি আমরা আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুতের ঘাটতি নিরসনের উদ্যোগ নিয়েছি। এর আওতায় ভারতসহ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে মোট ৬ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীলতা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে এবং বিদ্যুৎ সমস্যার একটি দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাবনা জেলায় প্রতিটি ১ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দু'টি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করেছি। আমরা পরিবেশবান্ধব জ্বালানি হতে ২০১৫ সালের মধ্যে ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবো। এ খাত থেকে বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা ৪০৪ মেগাওয়াট।

২৭.২। কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩ এর আলোকে লক্ষ্যাভিমুখী কৃষি প্রণোদনা ও উপকরণ সহায়তা প্রদান, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, শস্য বহুমুখীকরণ, কৃষি জমির আওতা সম্প্রাসারণ, সেচ সুবিধা নিশ্চিতকরণে আমরা আমাদের কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রেখেছি। এসকল কার্যক্রমের সফলতায় কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে মূল্য সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি ইতোপূর্বে গঠন করা কৃষক ক্লাব, কৃষি বিপনন দল, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রসমূহ কার্যকর ভূমিকা রাখছে। কৃষি খাতের অর্জন ধরে রাখা এবং উত্তরোত্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণার ওপর জোর দিয়েছি আমরা। পাশাপাশি, প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে।

২৭.৩। মানব সম্পদ উন্নয়ন

শিক্ষা- মানব সম্পদ উন্নয়নের কথা বলতে গেলে শুরুতে বলতে হবে শিক্ষাখাতের কথা। আমাদের বিগত মেয়াদে প্রণীত 'শিক্ষা নীতি ২০১০' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির পাঠদান চালু করা, কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও এ বিষয়ক নীতি প্রণয়ন ইত্যাদি কাজ চলমান আছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্য হ্রাসে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। নারী শিক্ষার্থীদের সংরক্ষিত আসন ১০ শতাংশ হতে ২০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছি। আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের বিষয়টিও আমাদের সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় আছে। এ লক্ষ্যে এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের কাজ অব্যাহত রেখেছি। মূলধারার সাথে সঙ্গতি রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য আবশ্যিক বিষয়সমূহে অভিন্ন পাঠ্যসূচি চালু করেছি। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি তথ্য- প্রযুক্তিনির্ভর বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর।

স্বাস্থ্য- সকলের জন্য মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে স্বাস্থ্যখাতে আমরা যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছিলাম তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছি। এর ফলে ইতোমধ্যে স্বাস্থ্যসেবার যথেষ্ঠ উন্নতি হয়েছে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে, সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনকারী অন্যতম দেশ হিসেবে বিশ্বে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। তবে স্বীকার করতে হবে যে, যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও বিগত মেয়াদে শুরু করা জাতীয় ঔষধ নীতি ও ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ হালনাগাদকরণ, জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, রোগী কল্যাণ তহবিল নীতিমালাসমূহ প্রণয়নের কাজ এখনও শেষ করা সম্ভব হয়নি। কাজগুলো এ মেয়াদে সম্পন্ন করার আশা রাখি।

২৭.৪। ভৌত অবকাঠামো

আমাদের পূর্ব মেয়াদের ধারাবাহিকতায় সমন্বিত পরিবহন নীতি অনুসরণ করছি আমরা। এর আলোকে সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অব্যাহত আছে। হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা চট্টগ্রাম সড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ৪৬.৭৩ কি. মি. দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রো রেল নির্মাণ, দেশের প্রধান সড়কগুলোকে চারলেনে উন্নীতকরণসহ সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে নানামুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। শুরু হয়েছে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কাজ।

পিপিপি উদ্যোগকে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব দেয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। পিপিপি আইন মন্ত্রিসভার নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে। জারি করা হয়েছে 'The Procedure for Implementation of PPP Policy and Strategy for Unsolicited Proposals 2014'। 'পিপিপি কারিগরী সহায়তা তহবিল' গঠন করে তাতে ৪০ কোটি টাকা স্থানান্তর করেছি। পিপিপির আওতায়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, যোগাযোগ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বেশ কয়েকটি প্রকল্প।

২৭.৫। প্রবাসী কল্যাণ

অর্থনীতির সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়নের ওপর আমরা সমধিক গুরুত্বারোপ করেছি। আমাদের গড়ে তোলা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে ২০১১ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৬ হাজার ২ শত জন কর্মীকে মাত্র ৯ শতাংশ সরল সুদে ৪৪ কোটি টাকা অভিবাসন ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ব্যাংকিং সেবার অটোমেশনের ফলে অভিবাসী শ্রমিকগণ সহজেই অন- লাইন ব্যাংকিং এর সুবিধা পাচ্ছে। টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া সহজ হওয়ার ফলে প্রবাস আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনাও বাড়ছে। অভিবাসী শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে ১৯৮২ সালের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্স বাতিল করে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ১৪০ কোটি টাকার সিড মানি দিয়ে 'অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল' গঠন করেছি যা থেকে প্রতি বছর অর্জিত মুনাফা দিয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বিভিন্ন দক্ষতামূলক কার্যক্রম। শ্রম বাজার সম্প্রসারণে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সাম্প্রতিক সময়ে নতুন যে কয়েকটি দেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারিত হয়েছে তার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া, কানাডা, সুইডেন, সুদান, গ্রীস, কঙ্গো, এসতোনিয়া, তানজানিয়া, লাইবেরিয়া, আলজেরিয়া, আজারবাইজান, পাপুয়া নিউগিনি, দক্ষিণ আফ্রিকা, এ্যাঙ্গোলা, নাইজেরিয়া, বতসোয়ানা, সিয়েরালিয়ন, সিসিলি, ভুটান, মরিশাস, মৌরিতানিয়া প্রভৃতি দেশ অন্যতম। এছাড়া নবসৃষ্ট শ্রমউইংগুলিতে কর্মকর্তা পদায়ন করা হচ্ছে। ২৭টি জেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপনের কাজ আগেই শুরু হয়েছে। ৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ৪টির কাজ জুন, ২০১৫ নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করছি। ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপনের কাজ প্রায় শেষের পথে।

২৭.৬। জনকল্যাণ

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতা ও কার্যক্রমের পরিধির যৌক্তিক ও লক্ষ্যাভিমুখী সম্প্রসারণের কার্যক্রম আমরা এ মেয়াদেও অব্যাহত রেখেছি। এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে দারিদ্র ও অসমতা হ্রাসের ওপর। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের প্রসার, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্রদান, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, প্রতিবন্ধীদের আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে আমাদের সরকার প্রশসংনীয় ভূমিকা রাখছে। 'Economic Empowerment of the Poorest in Bangladesh' এর মত চলমান বিভিন্ন প্রকল্প দারিদ্র হ্রাসে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। এ প্রকল্পটির আওতায় ৩০টি জেলার ১১৫টি উপজেলায় ৩ লক্ষ ৯ হাজার ৬২৯ জন সুবিধাভোগী অতিদরিদ্র পরিবারকে প্রয়োজন ও দক্ষতার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকার সম্পদ হস্তান্তর করা হয়েছে, ভূমিহীনদের দেয়া হয়েছে খাস জমি। দারিদ্র নিরসনের জন্য সোসাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ন্যাশনাল সার্ভিস, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, চর জীবিকায়ন কর্মসূচি, উত্তরাঞ্চলে হতদরিদ্রের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠন, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

স্থাপন এর মত নানা উদ্ভাবনী কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। এছাড়া, মাননীয় প্রধনমন্ত্রীর দর্শনপ্রসূত স্থায়ী দারিদ্র নিরসন মডেল অনুসরণে দেশের প্রতিটি পরিবারকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে 'শূন্য দারিদ্র রোড ম্যাপ' বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

২৭.৭। শিল্প খাত

শিল্পখাতে আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শ্রমঘন ও পরিবেশবান্ধব শিল্পের প্রসার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মকৌশল নির্ধারণ, রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ সাধন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'জাতীয় শিল্প নীতি ২০১০' বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত রেখেছি। রপ্তানি ও স্থানীয় বাজারমুখী শিল্প কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমও এগিয়ে চলেছে। 'অর্থ আইন, ২০১১' এর আওতায় শিল্প ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ উপযোগী কর নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়াও অব্যাহত আছে। শিল্পখাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং বিদেশে দক্ষ কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, পিকেএসএফ এবং ৯টি শিল্প সংগঠনের মাধ্যমে ২ লক্ষ ৬০ হাজার জনকে আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

মাননীয় স্পীকার

২৮। অর্থনীতির খাতভিত্তিক অগ্রগতির যে চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম তাতে রপ্তানি ও বেসরকারি বিনিয়োগে সাময়িক শ্লথ গতির চিত্র থাকলেও পরিস্থিতির ক্রমশ উন্নতির উজ্জ্বল সম্ভাবনাও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আমার বিশ্বাস, প্রধান বাণিজ্য সহযোগী দেশসমূহের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক গতিধারা এবং দেশের অভ্যন্তরীণ সুস্থিতি সামনের দিনগুলোতে রপ্তানি এবং আমদানি খাতে গতিশীলতা বাড়াবে। বিশেষ করে, মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি বৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাও উজ্জ্বলতর হয়েছে। বিগত অর্থবছরে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি থেকে প্রবাস আয় প্রবাহ সন্তোষজনক ধারায় ফিরে আসছে। ফলে, জনসাধারণের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়ছে, সচল থাকছে অভ্যন্তরীণ চাহিদা। পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে কর্মসংস্হানের সুযোগ। অন্যদিকে, অবকাঠামো উন্নয়নে আমাদের সরকারের ধারাবাহিক কার্যক্রম এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাগণকে নতুন নতুন ক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহী করে তুলেছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো বিশাল অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ আমাদের সরকারের সক্ষমতারই পরিচয় বহন করে।

২৯। আপনি জানেন, ৬.০ শতাংশের ওপর প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার ক্ষেত্রে দেশের অর্থনীতির সহজাত সক্ষমতা ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। এর সাথে যোগ হয়েছে জানুয়ারি, ২০১৪ থেকে শুরু হওয়া রাজনৈতিক সুস্থিতি, কৃষি ও সেবা খাতের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, প্রবাস আয়ের অগ্রগতি এবং বেসরকারি বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নে আমাদের সরকারের প্রচেষ্টা। আমি আস্হার

সাথে বলতে পারি যে, চলতি অর্থবছরে আমরা ৭.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হবো ইনশা-আল্লাহ।

৩০। পরিশেষে আমি বলতে চাই, আমরা আজ এমন এক আর্থ- সামাজিক বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে প্রতিনিয়ত ঘটছে পালা বদল। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, প্রযুক্তি সকল ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের ঢেউ ভেঙ্গে দিচ্ছে প্রথাগত ধ্যান- ধারণার অচলায়তন। একুশ শতকের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে এশিয়ার বিশেষ করে চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের মত দেশসমূহ। উন্নয়ন সম্ভাবনাময় এই দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্রমোন্নয়ন এবং ভৌগলিক অবস্থানগত নৈকট্য বাংলাদেশের জন্য উন্মোচন করেছে অপার সম্ভাবনার দ্বার। এ সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপদান করার জন্য প্রয়োজন সৃজনশীল ও কর্মঠ জনশক্তি, শক্তিশালী আধুনিক অবকাঠামো, রাজনৈতিক স্হিতিশীলতা এবং সাহসী, প্রাজ্ঞ, গতিশীল সর্বোপরি দেশ- হিতৈষী নেতৃত্ব। প্রকৃতিগতভাবেই আমরা পেয়েছি অকুতোভয়, সৃজনশীল ও কর্মঠ জনশক্তি। অন্যদিকে মহান স্রষ্টার অপার করুণায় জাতির জনকের পবিত্র রক্ত, আদর্শ আর ত্যাগের উত্তরাধিকার হিসেবে জাতি পেয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। তাঁর চরিত্রে আছে যে কোন দৈবদূর্বিপাকে অকুতোভয়, যে কোন বাধার সামনে ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য স্পৃহা এবং নিজের লক্ষ্য নির্ধারণে গভীর প্রত্যয় ও সৃজনশীলতা। এমন দক্ষ ও যোগ্য হাতেই রয়েছে দেশ পরিচালনার মহান দায়িত্ব। তাঁর সাহসী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, প্রজ্ঞা, গতিশীলতা এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাবে অপার সম্ভাবনার দিগন্ত ছাড়িয়ে। এখন জাতি হিসেবে আমাদের প্রত্যাশা রাজনৈতিক স্হিতিশীলতা যা গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে বেগবান করবে, আমাদের পৌঁছে দিবে অভিষ্ঠ লক্ষ্যে। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্ব ২০২১ এর মধ্যে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিবে ইনশা আল্লাহ্।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

পরিশিষ্ট

বাজেট ২০১৪- ১৫: প্রথম প্রান্তিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়- ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

২০১৪- ১৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক (জুলাই- সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়- ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

ক. রাজস্ব পরিস্থিতি

ক.১ রাজস্ব আদায়

সারণি ১: রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

(ভিত্তি বছর ২০০৫- ০৬)

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৩- ১৪		২০১৪- ১৫	জুলাই- সেপ্টেম্বর সময়ে আয়		২০১৪- ১৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	২০১৩- ১৪	২০১৪- ১৫	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মোট রাজস্ব	**১,৫৬,৬৭১ |১১.৬|**	**১,৪১,৬০৩ |১০.৫|**	**১৮২৯৫৪ |১২.০|**	**৩৬২৩১ (৫.৬)**	**৩৪৭৮৫** (- ৪.০)	**১৯.০**
কর রাজস্ব	১৩০১৭৮ |৯.৬|	১১৬৫৭১ |৮.৬|	১৫৫২৯২ |১০.২ |	২৫৮২৮ (৯.০)	২৮২৮৯ (৯.৫)	১৮.২
এনবিআর	১২৫০০০ |৯.৩|	১১১৯৬১ |৮.৩|	১,৪৯৭২০ |৯.৮|	২৪৭৮৬ (৮.৮)	২৭১৯১ (৯.৭)	১৮.২
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	৫১৭৮ |০.৪|	৪৬১০ |০.৩|	৫৫৭২ |০.৪|	১০৪১ (১৪.৩)	১০৯৮ (৫.৪)	১৯.৭
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২৬৪৯৩ |২.০|	২৫০৩২ |১.৯|	২৭৬৬২ |১.৮|	১০৪০৩ (-২.১)	৬৪৯৬ (- ৩৭.৬)	২৩.৫

উৎস: সিজিএ/আইবাস, অর্থ বিভাগ

নোটঃ বন্ধনীর | | মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে

বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে

- ২০১৩- ১৪ অর্থবছরে রাজস্ব আহরিত হয়েছে ১,৪১,৬০৩ কোটি টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯০.৪ শতাংশ;
- চলতি ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ৩৪,৭৮৫ কোটি টাকা যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ১৯.০ শতাংশ;
- ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে এনবিআর- কর রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ৯.৭ শতাংশ, এনবিআর- বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি ৫.৪ শতাংশ;
- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে কর- বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ৬,৪৯৬ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৭.৬ শতাংশ কম।

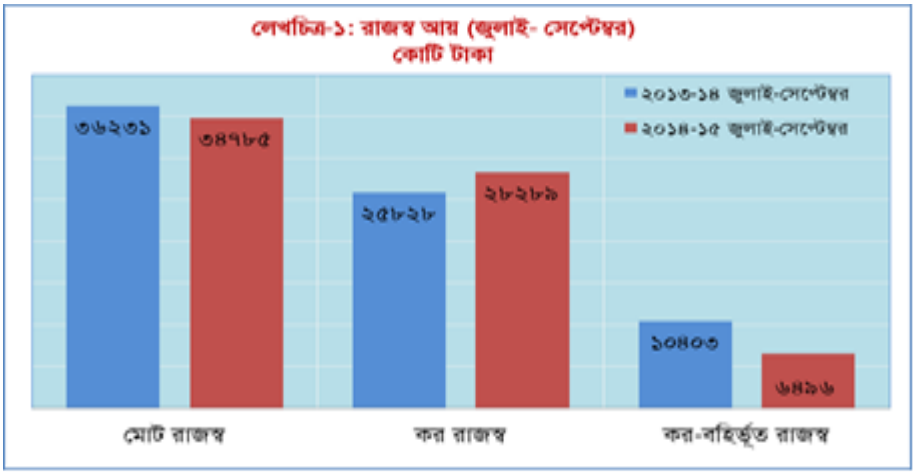

ক.২ এনবিআর- কর রাজস্ব আদায়

সারণি ২: এনবিআর- কর রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৩- ১৪ (প্রকৃত)	জুলাই- সেপ্টেম্বর (প্রকৃত)		জুলাই- সেপ্টেম্বর সময়ে প্রবৃদ্ধি (%)
		২০১৩- ১৪	২০১৪- ১৫	২০১৪- ১৫
১	২	৩	৪	৫
আয় ও মুনাফার ওপর কর	৩৮,৩৬৬	৮,০৫৫	৮,৪৮৯	৫.৪
মূল্য সংযোজন কর	৪১,০৮১	৯,৪০৫	১০,১০৫	৭.৪
আমদানি শুল্ক	১৩,১২৬	৩,১৫৯	৩৫৩৬	১১.৯
আবগারি শুল্ক	৮১৬	৪০	৪৭	১৬.৭
সম্পূরক শুল্ক	১৭,৯৩০	৩,৯৭৫	৪,৮২৬	২১.৪
অন্যান্য কর ও শুল্ক	৬৪৩	১৫১	১৮৮	২৪.৭
মোট	১,১১,৯৬১	২৪,৭৮৬	২৭,১৯১	৯.৭

উৎসঃ আইবাস, অর্থ বিভাগ

- ২০১৩- ১৪ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় চলতি ২০১৪- ১৫ অর্থবছরে জুলাই- সেপ্টেম্বর সময়ে এনবিআর- কর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.৭ শতাংশ।

লেখচিত্র ২: ২০১-১৫ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে আহরিত এনবিআর রাজস্বে বিভিন্ন খাতের অবদান

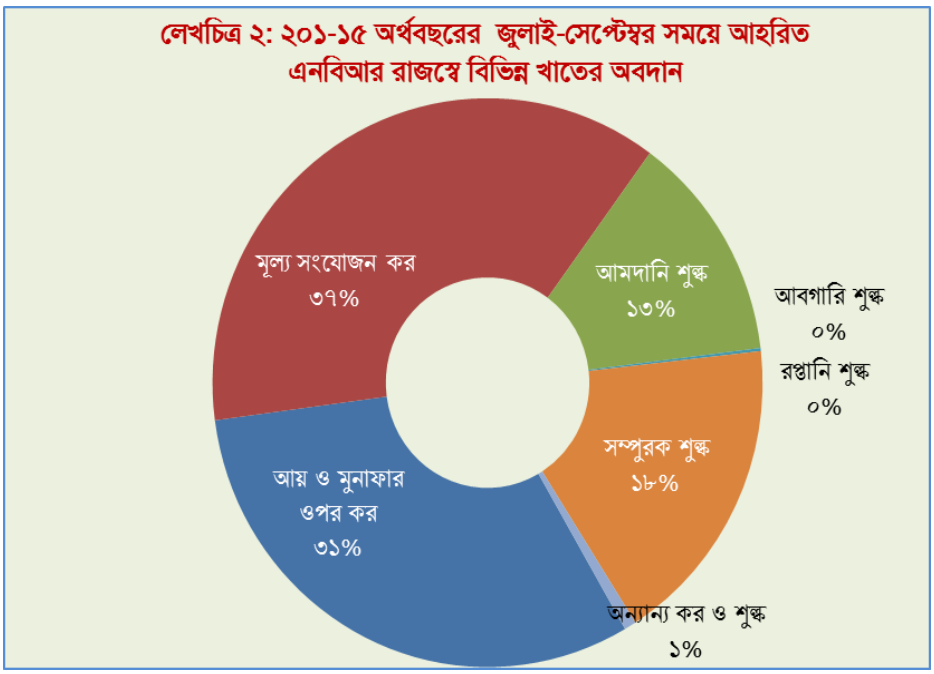

ক.৩ এনবিআর- কর রাজস্ব আদায়

সারণি ৩: এনবিআর- কর রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৪- ১৫ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত আদায়	সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত আদায়	সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আয়ের প্রবৃদ্ধি (%)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
আমদানি শুল্ক	১৪৩৭৬.৯	৩১৩৭.৪	৩৬০৭.৩	১৪.৩	২৫.১
ভ্যাট (আমদানি পর্যায়ে)	১৬৮৯৭.৯	৩৬১৩.৮	৪১৫১.৬	১৪.৯	২৪.৬
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	৪৪১৫.৩	১০৫৭.৫	১৩২৮.২	২৫.৬	৩০.১
রপ্তানি শুল্ক	৩০.০	৯.৮	১২.৮	৩১.৬	৪২.৮
উপ- মোট	৩৫৭২০.০	৭৮১৮.৪	৯০৯৯.৯	১৬.১	২৫.৫
আবগারি শুল্ক	১০৬৩.৭	৪৪.৩	৪১.৬	-৬.০	৩.৯
ভ্যাট (স্থানীয় পর্যায়ে)	৩৮৭৮০.৪	৬১১৯.১	৬৯৬৩.৫	১৩.৮	১৮.০
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	১৬৬৪৯.৩	২৯১২.২	৩৪৯৪.৯	২০.০	২১.০
টার্ন ওভার ট্যাক্স	৬.৬	০.৯	১.১	২০.৫	১৬.০
উপ- মোট	৫৬৫০০.০	৯০৭৬.৪	১০৫০১.০	১৫.৭	১৮.৬
আয় কর	৫৬৫৮০.০	৭৩১৬.৪	৮৪৩৬.০	১৫.৩	১৪.৯
ভ্রমণ কর	৯১৯.৮	১৪৩.৪	২০৫.৫	৪৩.৩	২২.৩
অন্যান্য	০.২	০.০১	০.০২	১০০.০	১০.০
উপমোট	৯২০.০	১৪৩.৪	২০৫.৫	৪৩.৩	২২.৩
প্রত্যক্ষ কর হতে মোট আয়	৫৭৫০০.০	৭৪৫৯.৯	৮৬৪১.৫	১৫.৮	১৫.০
সর্বমোট	১৪৯৭২০.০	২৪৩৫৪.৭	২৮২৪২.৪	১৬.০	১৮.৯

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর হিসাবমতে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রার প্রায় **১৯** শতাংশ আদায় হয়েছে।

খ. সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

খ.১ সরকারি ব্যয়

সারণি ৪: সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

(ভিত্তি বছর ২০০৫- ০৬)

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৩- ১৪		২০১৪- ১৫	জুলাই- সেপ্টেম্বর সময়কালে ব্যয়		২০১৪- ১৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়	বাজেট	২০১৩- ১৪	২০১৪- ১৫	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মোট ব্যয়	২১৬২২২ |১৬.০|	১৯৩৯১৬ |১৪.৪|	২৫০৫০৬ |১৬.৪|	৩২১৯৯ (১২.৪)	৩৬৫২৩ (১৩.৪)	১৪.৬
অনুন্নয়ন রাজস্বসহ অন্যান্য ব্যয়	১৫৬২২২ |১১.৬|	১৩৮৯৪৮ |১০.৩|	১৭০১৯১ |১১.১|	২৫৯৩৩ (৯.৯)	২৯৬৯৪ (১৪.৫)	১৭.৫
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৬০০০০ |৪.৪|	৫৪৯৬৮ |৪.১|	৮০৩১৫ |৫.৩|	৬২৬৭ (২৪.২)	৬৮২৮ (৯.০)	৮.৫

উৎসঃ সিজিএ, আইএমইডি, অর্থ বিভাগ

নোটঃ বন্ধনীর | | মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে

বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে

- গত ২০১৩- ১৪ অর্থবছরে মোট ব্যয় হয়েছে ১,৯৩,৯১৬ কোটি টাকা যা সংশোধিত বাজেটের প্রায় ৯০ শতাংশ;
- চলতি ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে অনুন্নয়ন সহ অন্যান্য ব্যয় গত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৪.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি খাতে মোট বরাদ্দের ৮.৫ শতাংশ ব্যয় হয়েছে। এই ব্যয় গত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯.০ শতাংশ বেশি।

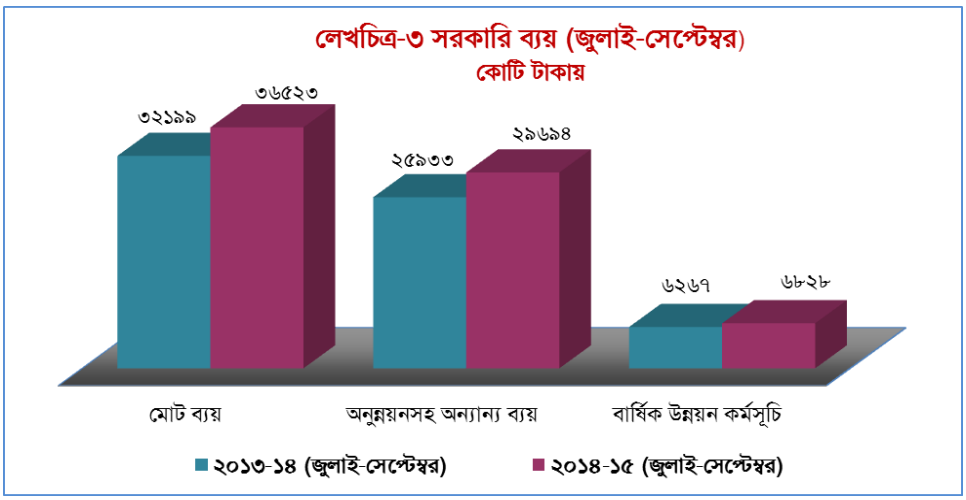

খ.২. ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয়

সারণি ৫: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০১৩- ১৪		২০১৪- ১৫ বাজেট	২০১৩- ১৪	২০১৪- ১৫	বাজেটের তুলনায় অর্জন
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়		জুলাই-সেপ্টেম্বর	জুলাই-সেপ্টেম্বর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৪, ৩৬৩	১৪, ১৩১	১৫, ৫৪০	২, ৬৪১	৪, ০২৫ (৫২.৪)	২৫.৯
স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৩, ৩২২	১২, ৩৯৪	১৫, ৪৬৪	১, ৫৯০	১, ৬০৪ (০.৮)	১০.৪
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১১, ৯৬৪	১১, ০২৮	১৩, ৬৭৩	১, ৬৬৪	২, ৩০৪ (৩৮.৫)	১৬.৯
কৃষি মন্ত্রণালয়	১২, ২৭৯	১২, ০৭৪	১২, ৩৯০	১, ৭৮৬	৬৬৪ (- ৬৩)	৫.৪
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১১, ০১৯	১০, ৯৭০	১১, ৩৫৭	১, ৯০৩	২, ৪৩৪ (২৭.৯)	২১.৪
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৯, ৯৫৪	৯, ২৫৭	১১, ১৪৬	১, ৫৩০	১, ৮৩৯ (২০.২)	১৬.৫
বিদ্যুৎ বিভাগ	৭, ৯৫৮	৮, ৫৯৫	৯, ২৮৪	৬৪৯	৭৫১ (১৫.৭)	৮.১
সেতু বিভাগ	২০৯০	২, ০৬৭	৮, ৭৩৭	১, ২৩৭	১, ৭৬৬ (৪২.৭)	২০.২
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৬, ৩৫৯	৫, ৭২৯	৭, ২৮৬	১৬১	৮১ (- ৪৯.৩)	১.১
সড়ক বিভাগ	৫, ৭৪৩	৫, ৪৪১	৬, ৮৬৪	৪৯৮	৫৭৫ (১৫.৪)	৮.৪
মোট (১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়)	৯৫, ০৫৩	৯১, ৬৮৬	১১১, ৭৪১	১৩, ৬৬০	১৬, ০৪৩ (১৭.৪)	১৪.৪
অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	১২১, ১৬৮	১০২, ২২৫	১৩৮, ৭৬৪	১৮, ৫৩৯	২০, ৪৮০ (১০.৫)	১৪.৮
সর্বমোট ব্যয়	২১৬২২১	১৯৩৯১১	২৫০৫০৬	৩২১৯৯	৩৬৫২৩ (১৩.৪)	১৪.৬

উৎসঃ অর্থ বিভাগ

বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে

- ২০১৪- ১৫ অর্থবছরে –
  - ১০ টি মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে বরাদ্দ হলো মোট বাজেটের ৪৪.৬ শতাংশ;
  - অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগের বিপরীতে বরাদ্দ মোট বাজেটের ৫৫.৪ শতাংশ;
- ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে মোট ব্যয় বাজেটের ১৪.৬ শতাংশ
  - ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় ১৪.৪ শতাংশ;
  - অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের ব্যয় ১৪.৮ শতাংশ।

খ.৩. ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

সারণি ৬: ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০১৪- ১৫ বরাদ্দ (প্রকল্প সংখ্যা)	২০১৩- ১৪ জুলাই- সেপ্টেম্বর	২০১৪- ১৫ জুলাই- সেপ্টেম্বর (প্রবৃদ্ধি %)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫
স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৩৩৭৯.৮৬ (১৫৭)	২২৮৫.৫২	২০৮১.১৬ (-৮.৯)	১৫.৫৫
বিদ্যুৎ বিভাগ	৯০০১.৫৮ (৫২)	৪৭৩.০৬	৭১০.২৩ (৫০.১)	৭.৮৯
সেতু বিভাগ	৮৮৫৭.৬৫ (১৩)	১১.০৪	৭৯৯.১০ (৭১৩৮.২)	৯.০২
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৫৬০৫.১৭ (১২)	৮০৯.৫২	৬৩৬.৪৮ (-২১.৪)	১১.৩৬
রেলপথ মন্ত্রণালয়	৪৩১৫.৮৬ (৪৮)	৫৬৮.৭১	২৪৮.১৪ (-৫৬.৪)	৫.৭৫
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৪২৯৮.৮৪ (১২০)	৩১৫.৭৪	২৬৫.১০ (-১৬.০)	৬.১৭
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪২৯৪.২১ (৫৬)	৩১৫.৮৭	১৫৩.৫০ (-৫১.৪)	৩.৫৭
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৩৯৯১.৯২ (৫৮)	৪২৯.৫১	৩১২.০৯ (-২৭.৩)	৭.৮২
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৬৭০.৭৭ (৮৬)	৪৫০.৫৩	৪৫৮.৯৯ (১.৯)	১২.৫০
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৩৪৭০.৮৮ (৮৯)	১৮১.১৯	১৯৮.৩৬ (৯.৫)	৫.৭১
মোট (১০টি মন্ত্রণালয়)	৬০৮৮৬.৭৪ (৬৯১)	৫৮৪০.৬৯	৫৮৬৩.১৬ (০.৪)	৯.৬৩
অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	১৯৪২৭.৭৮ (৪৯৬)	১৪২১.১৬	১৭২৩.৮৪	৮.৯
মোট	৮০৩১৪.৫২ (১১৮৭)	৭২৬১.৮৫	৭৫৮৭.০০	৯.৫

উৎসঃ আইএমইডি

- ১০ টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৭৫.৮ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে;
- প্রথম প্রান্তিকে ১০টি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হয়েছে বার্ষিক বরাদ্দের ৯.৬ শতাংশ;
- অন্যান্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ২৪.২ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৯.০ শতাংশ।

গ. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

গ.১. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

সারণি ৭: বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

(ভিত্তি বছর ২০০৫- ০৬)

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৩- ১৪		২০১৪- ১৫	জুলাই- সেপ্টেম্বর	
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	২০১৩- ১৪	২০১৪- ১৫
১	২	৩	৪	৫	৬
বাজেট ভারসাম্য	-৫৯,৫৫১ |৪.৪|	-৫২,৩১৩ |৩.৯|	-৬৭,৫৫২ |৪.৪|	৪,০৩২	-১,৭৩৭
অর্থায়ন	৫৯,৫৫০ |৪.৪|	৫২,৩২২ |৩.৯|	৬৭,৫৫২ |৪.৪|	-৪,০৩০	১,৭৪৩
বৈদেশিক	১৮,৫৬৮ |১.৪|	৯,৪৩৬ |০.৭|	২৪,২৭৫ |১.৬|	-৭২৪	-১৬২৯
অভ্যন্তরীণ	৪০,৯৮২ |৩.০|	৪২,৮৮৬ |৩.২|	৪৩,২৭৭ |২.৮|	-৩,৩০৫	৩,৩৭১
ব্যাংক	২৯,৯৮২	১৮,১৬৮	৩১,২২১	-১,৬৯১	-৩৪
ব্যাংক বহির্ভূত	১১,০০০	২৪,৭১৮	১২,০৫৬	-১৬১৫	৩৪০৫

উৎসঃ অর্থ বিভাগ ও আইএমইডি

নোটঃ বন্ধনীর | | মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে

- বাজেটে ব্যাংক উৎস হতে নিট অর্থায়নের প্রাক্কলন ধরা হয়েছে ৩১,২২১ কোটি টাকা।

গ.২. বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

সারণি- ৮: বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০১৩- ১৪		২০১৪- ১৫	জুলাই- সেপ্টেম্বর	
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	২০১৩- ১৪	২০১৪- ১৫
১	২	৩	৪	৫	৬
নিট অর্থায়ন	১৮,৫৬৮	৯,৪৩৬	২৪,২৭৫	-৭২৪	-১৬২৯
ঋণ	২১,০৫৮	১১,৯৩৪	২৬,৫১৯	১,৯৩৯	৭৭৩
অনুদান	৫,৯৫৬	৬,১৬৫	৬,২০৬	৯০	৭০
ঋণ পরিশোধ	-৮৪৪৫	-৮৬৬২	-৮৪৫০	-২৭৫৪	-২৪৭১

উৎস: সিজিএ/অর্থ বিভাগ

- ২০১৪- ১৫ অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকের নিট অর্থায়ন এবং ঋণ গত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় কমেছে।

ঘ. মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

ঘ.১. মুদ্রা ও ঋণ প্রবাহ

সারণি ৯: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

(মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

খাত	প্রকৃত অবস্থা				বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ মুদ্রানীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রা
	জুন ২০১৩	সেপ্টেম্বর ২০১৩	জুন ২০১৪	সেপ্টেম্বর ২০১৪	ডিসেম্বর ২০১৪
ব্যাপক মুদ্রা (এম ২)	১৬.৭	১৬.৯	১৬.১	১৫.৭	১৬.০
নীট বৈদেশিক সম্পদ	৪৩.৭	৩৫.৬	৪১.৩	৩৫.৫	৩০.৩
নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১১.৯	১৩.১	১০.৩	১০.৯	১২.৩
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১১.০	১১.৪	১১.৬	১২.৩	১৩.৪
সরকারি খাত	২০.১	২০.০	৬.৭	১০.৩	১১.৮
বেসরকারি খাত	১০.৯	১০.৯	১২.৩	১২.২	১৪.০
রিজার্ভ মুদ্রা	১৫.০	১৪.১	১৫.৫	২৬.০	১৫.৫

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- নিট অভ্যন্তরীণ ঋণসহ ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের উপাদানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতি'র লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই রয়েছে।

ঘ.২. সুদের হার

লেখচিত্র ৪: রেপো, রিভার্স রেপো ও কল মানি রেট (গড়%)

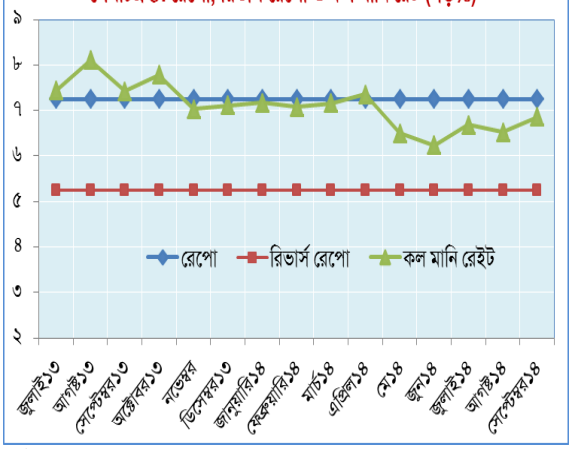

লেখচিত্র ৫: আমানত ও ঋণের সুদের হারের ব্যবধান (ভারিত গড় %)

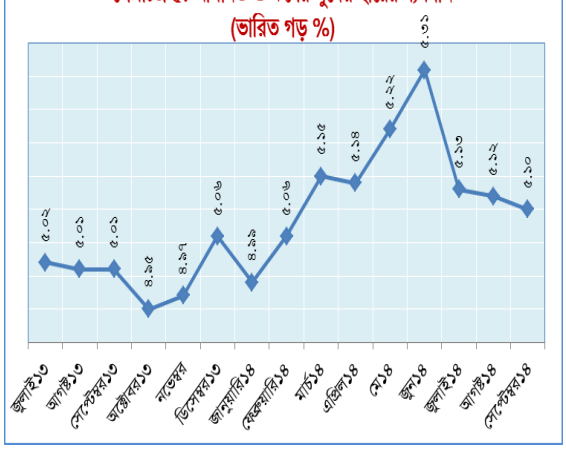

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- সঞ্চয় ও ঋণের সুদের হারের ব্যবধান (spread) সেপ্টেম্বর ২০১৪ সময়ে ৫.১০ শতাংশে নেমে এসেছে;

- তফসিলি ব্যাংকসমূহের আমানতের সুদের হার (ভারিত গড়) সেপ্টেম্বর ২০১৪ সময়ে ৭.৪৮ শতাংশে নেমে আসে, বিগত অর্থবছরের সেপ্টেম্বরে এ হার ছিল ৮.৫০ শতাংশ;
- ঋণের সুদের হার (ভারিত গড়) ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর এর ১৩.৫১ শতাংশ হতে ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে ১২.৫৮ শতাংশে নেমে এসেছে;
- আগষ্ট ২০১৪ শেষে কল মানি হার ৮.১ শতাংশে উন্নীত হলেও সেপ্টেম্বর ২০১৪ শেষে ৬.৮ শতাংশে নেমে এসেছে।

ঙ. বৈদেশিক খাত

ঙ.১. রপ্তানি পরিস্থিতি

সারণি ১০: আমদানি ও রপ্তানি পরিস্থিতি

খাত	২০১৩- ১৪	জুলাই- সেপ্টেম্বর	
		২০১৩- ১৪	২০১৪- ১৫
১	২	৩	৪
রপ্তানি (মি. মার্কিন ডলার)	৩০১৮৬.৬	৭৬২৭.৯	৭৬৯৫.১
প্রবৃদ্ধি (%)	১১.৭	২১.২	০.৯
আমদানি (মি. মার্কিন ডলার)	৪০৬১৬.৪০	৯৭৭৯.০	১১১১২.৯
প্রবৃদ্ধি (%)	১৯.২	৭.৮	১৩.৬

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো; (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

- ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের জুলাই- সেপ্টেম্বর সময়কালে রপ্তানি খাতে অর্জিত প্রবৃদ্ধি ০.৯ শতাংশ;
- ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের আমদানি বাড়ার কারণে আমদানিকৃত দ্রব্য ও সেবার ব্যয় বেড়েছে ১৩.৬ শতাংশ।

ঙ.২. রেমিট্যান্স পরিস্থিতি

সারণি ১১: রেমিট্যান্স পরিস্থিতি

খাত	২০১৩- ১৪	জুলাই- সেপ্টেম্বর	
		২০১৩- ১৪	২০১৪- ১৫
১	২	৩	৪
রেমিট্যান্স (মি. মার্কিন ডলার)	১৪২২৮.৩০	৩২৭০.৪	৪০১১.১
প্রবৃদ্ধি (%)	- ১.৬	- ৮.১	২২.৬

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

- চলতি ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের জুলাই- সেপ্টেম্বর সময়কালে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২৩ শতাংশ বেশি;

- একই সময়কালে মৌসুম- প্রভাব (ঈদ ও দুর্গাপূজা) প্রবাস- আয় বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

ঙ.৩. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

সারণি ১২: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতি

খাত	৩০ জুন ২০১৩	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩	৩০ জুন ২০১৪	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪	প্রবৃদ্ধি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মি. মার্কিন ডলার)	১৫,৩১৫.২	১৬,১৫৪.৮	২১,৫০৮.০	২১,৮৩৬.৭	৩৫.২*
আমদানি মাস হিসেবে	৫.২	৫.৪	৬.৬	৬.৫	-

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (* ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ এর তুলনায় ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪- এর প্রবৃদ্ধি)

- চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ প্রায় ২১ হাজার ৮৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দিয়ে ৬ মাসের অধিক আমদানি ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব।

চ. মূল্যস্ফীতি

চ.১. মূল্যস্ফীতির গতিধারা

সারণি ১৩: মূল্যস্ফীতির গতিধারা (ভিত্তি বছর ২০০৫- ০৬)

(পয়েন্ট- টু- পয়েন্ট)

মূল্যস্ফীতি (%)	২০১৩- ১৪				২০১৪- ১৫			
	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	প্রান্তিক শেষে বার মাসের গড়	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	প্রান্তিক শেষে বার মাসের গড়
সাধারণ	৭.৮৫	৭.৩৯	৭.১৩	৭.৩৭	৭.০৪	৬.৯১	৬.৮৪	৭.২২
খাদ্য	৮.১৪	৮.০৯	৭.৯৩	৬.৭৩	৭.৯৪	৭.৬৭	৭.৬৩	৮.৪৮
খাদ্য- বহির্ভূত	৭.৪০	৬.৩৫	৫.৯৪	৮.৩৫	৫.৭১	৫.৭৬	৫.৬৩	৫.৩৪

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- গত বছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে সাধারণ মূল্যস্ফীতি গড়ে কমেছে। সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসা, কৃষিতে উচ্চ ফলন এবং সহায়ক মুদ্রানীতির প্রভাবে সাধারণ মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে কমে আসছে। এছাড়া বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্য ও জ্বালানি তেলের কম মূল্যও মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে;

- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে খাদ্য- বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি গড়ে বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বেশ খানিকটা কমেছে;
- মূল্যস্ফীতি হ্রাসের এ ধারা অব্যাহত থাকলে বছরশেষে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।